79

আজকের কাগজ

তারিখ 24 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ৬টি মামলা

ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত

আবু বাসেদ ঃ পাবনার ফরিদপুর থানার মোহাম্মদ ইয়াছিন ডিগ্রি কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত এবং শিক্ষক-কর্মচারিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি ভাল ভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ১৯৯০ সালে অর্থ আত্মসাৎসহ ১৩টি অভিযোগে অধ্যক্ষ শ্রী জিতেশচন্দ্র সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। প্রায় ২ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিটিংয়ের সিদ্ধান্তক্রমে অধ্যক্ষ স্বপদে পুনর্বহাল হন। তবে অদ্যাবধি বেতন পাচ্ছেন না। এর পর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা দায়ের করা হয়। ইংরেজীর প্রভাষক কোরবান আলীকে তার পাওনা স্কেল ডিজি অনুমোদন করলেও অধ্যক্ষ না দেয়ায় তিনি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করেছেন। প্রায় ৬ মাস তার বেতন বন্ধ রেখে সাময়িক বরখাস্তের শোকজ করা হয়েছে। প্রভাষক গোলাম হোসেন, জয়নাল আবেদীন ও আবু হোসেনের টাইমস্কেল প্রায় ৬ মাস ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে। মামলা গুলোর পরিচালনা খরচ বাবদ কলেজ তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কলেজ স্টাফ বেতন পাচ্ছে না। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি গ্রুপ। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টায় রত রয়েছে। নানা কারণে শিক্ষকদের মাঝে মধ্যেই হাতাহাতি হয়। গত মাসে দু'দুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষকদের মধ্যে এরূপ কোন্দলের ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যহত হচ্ছে। এদিকে ৬/৭ শ' ছাত্রছাত্রী বেঞ্চের অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস করে। দোতলার বারান্দায় রেলিং না থাকায়-যে কোন সময় মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটার আশংকা বিরাজ করছে। বেশ কিছু দিন পূর্বে একজন শিক্ষক দোতলা থেকে পড়ে মারাত্মক জখম হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কলেজের শিক্ষক নন এমন ব্যক্তিদের দিয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের ৮টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ৪ বছর ধরে কলেজের কার্যকরি পরিষদ নেই। বর্তমানে এডহক কমিটিও নেই। দীর্ঘদিন কমিটি না থাকায় প্রশাসনিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। শিক্ষকরা বলছেন, অধ্যক্ষের এক গুঁয়েমি, আর অধ্যক্ষ বলছেন- শিক্ষকদের অসহযোগিতা এর জন্যে দায়ী। সম্প্রতি এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ এসবের সমাধানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানা যায়। কলেজের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রী তথা এলাকার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।